চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম-৪১০০

www.cpa.gov.bd

বিষয়ঃ ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ বেলা ১২.০০ ঘটিকায় চবক বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ, (ই), পিএসসি, বিএন
চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ।

তারিখঃ ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি.

সময়ঃ বেলা ১২.০০ ঘটিকা

স্থানঃ চবক বোর্ড রুম।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রঃ নং	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	কার্যক্রম
১.	**চট্টগ্রাম বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় যানজট নিরসন ও ডেলিভারী সহজীকরণ প্রসঙ্গে-** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক চট্টগ্রাম বন্দর কার্যক্রম ২৪×৭ চালু রয়েছে। এ সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সুবিধাও চালু থাকে। যে কোন সময় পণ্য ডেলিভারির সাথে জড়িত সিএন্ডএফ এজেন্ট, জেটি সরকার সহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের লোকজন কেবল সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০ টার মধ্যে পণ্য ডেলিভারি নিতে আগ্রহী দেখা যায়। ফলে এই সময়ের মধ্যে হাজার হাজার ট্রাক প্রয়োজনীয় লোকবল সহ বন্দরে প্রবেশ করে। এতে অনাকাঙ্খিত চাপ ও ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। বিকালে/রাতে পণ্য ডেলিভারি নিতে আগ্রহ দেখা যায় না। পণ্য ডেলিভারি নেয়ার জন্য ২৪ ঘন্টা প্রতিষ্ঠানের লোকজনের জন্য বিকালে/রাতে টাইম/স্লট নির্ধারণ করে দেয়া গেলে দিনের বেলায় একই সময়ে অধিক চাপ সৃষ্টি হবে না এবং ঝুঁকি হ্রাস পাবে। বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় যানজট নিরসন, ডেলিভারী সহজীকরণ, বন্দর অভ্যন্তরে ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়ন ও বন্দরের ডেলিভারির জন্য প্রবেশকৃত গাড়ী সমূহের অবস্থান সময় নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে একটি গ্রহণযোগ্য কার্যপদ্ধতি/ ইন্টারনেট ভিত্তিক এ্যাপস উদ্ভাবন প্রয়োজন। এ কার্যপদ্ধতি/এ্যাপস উদ্ভাবনের জন্য সদস্য (হারবার ও মেরিন) কে আহবায়ক করে পরিবহন, মেরিন, নিরাপত্তা, যান্ত্রিক ও বিদ্যুৎ বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে। একটি এ্যাপসের মাধ্যমে নিবন্ধিত বন্দর ব্যবহারকারী, ট্রাক ও চালকদের সঠিক পরিকল্পনা মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে বন্দর অভ্যন্তরে প্রবেশ ও প্রস্থানের সুবিধা সৃষ্টি করা গেলে বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় দুর্ঘটনা ও যানজট হ্রাস পাবে যা ঢাকা-চট্টগ্রাম মাহাসড়কে যানজট কমাতেও ভূমিকা রাখবে।	বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় যানজট নিরসন , ডেলিভারী সহজীকরণ, বন্দর অভ্যন্তরে ট্রাফিক ব্যবস্থা উন্নয়ন ও বন্দরের ডেলিভারির জন্য প্রবেশকৃত গাড়ী সমূহের অবস্থান সময় নির্ধারণ ইত্যাদি ব্যাপারে একটি কার্যপদ্ধতি/ ইন্টারনেট ভিত্তিক এ্যাপস উদ্ভাবনের জন্য সদস্য (হারবার ও মেরিন), চবক-কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হোক।	সচিব, চবক।
২.	**চবক এর জন্য একটি যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন-** চট্টগ্রাম বন্দরের সাংগঠনিক কাঠামো দীর্ঘদিনের পুরোনো। বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিধি অনেক বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানের অনুমোদিত জনবল দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা বেশ দুরুহ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। চট্টগ্রাম বন্দরের সীমানা আগের তুলনায়	চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য একটি আধুনিক যুগোপযোগী সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করার জন্য দেশীয়/আন্তর্জাতিক কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হোক।	সদস্য (এএন্ডপি), চবক। পরিচালক (প্রশাসন), চবক।

	বহুগুণ বেড়েছে। চবক-তে নতুন নতুন টার্মিনাল/ইয়ার্ড যথাঃ বে-টার্মিনাল , পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল, কর্ণফুলি কন্টেইনার টার্মিনাল ও মাতারবাড়ি কন্টেইনার টার্মিনাল সংযুক্ত হতে যাচ্ছে। এ সমস্ত টার্মিনাল/ইয়ার্ড পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য নতুন জনবল কাঠামো প্রয়োজন।		
৩.	**চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-** চট্টগ্রাম বন্দরে একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এক্সেস কন্ট্রোল এবং ভিডিও সার্ভিলেন্স সিস্টেম সংগ্রহ, বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ, বে-টার্মিনাল ইয়ার্ড নির্মাণ, ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ, পোর্ট এক্সেস রোড নির্মাণ, পোর্ট এডমিনিস্ট্রেটিভ ভবন নির্মাণ, চারটি কিউজিসি সংগ্রহ, ভিটিএমআইএস সম্প্রসারণ, মাতারবাড়ি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নির্মাণ, নেভিস সম্প্রসারণ, মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভলপমেন্ট, মাতারবাড়ি ভূমি অধিগ্রহণ, বে-টার্মিনালের ভূমি অধিগ্রহণ, লাইটার জেটি নির্মাণ, হেভি লিপ্ট জেটি নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর এবং মিউজিয়াম নির্মাণ, বে-টার্মিনালে ব্রেক ওয়াটার নির্মাণ, বে-টার্মিনালের ড্রেজিং কার্যক্রম, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম এবং ইক্যুইপমেন্ট সংগ্রহ, পোর্ট সিকিউরিটি এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট, মসজিদ এবং কনভেনশন সেন্টার নির্মাণ এবং আবসিক ভবন নির্মাণ প্রভৃতি কাজ চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য জরুরী। এ সকল কাজ সম্পাদনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	আলোচ্য প্রকল্প/কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং ডিপিপি/এপিপি প্রণয়ন করতে হবে।	সকল বিভাগীয় প্রধান, চবক। সকল প্রকল্প পরিচালক, চবক।
৪.	**কক্ষ সংকট-** চট্টগ্রাম বন্দর ভবনে নিরীক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের বসার জন্য কক্ষ সংকট রয়েছে মর্মে উত্থাপন করা হয়। এছাড়া পেনশন ভোগীদের ওয়েটিং রুম ও পেনশন প্রদানের জন্য কক্ষ সংকট রয়েছে মর্মে জানানো হয়। চট্টগ্রাম বন্দরে বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষার হাজার হাজার প্রার্থীর উত্তরপত্র সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট কোন কক্ষ নেই। এ সকল উত্তরপত্র দীর্ঘ মেয়াদে সংরক্ষণের জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষ জরুরী প্রয়োজন। কক্ষ সংকট দুর করার জন্য উপযুক্ত স্থানে নতুন ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন।	বন্দর ভবন এলাকায় নতুন ভবন নির্মাণ করে কক্ষ সংকট সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, চবক
৫.	**বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিয়মিত চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ক তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে-** বিভিন্ন গণমাধ্যম চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ে ইতবিাচক ও নেতিবাচক তথ্য প্রকাশিত/প্রচারিত হয়। বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্র দৈনিক কার্গো/কন্টেইনার হ্যান্ডলিং, বন্দর ট্যারিফ, ঘূর্ণিঝড়ের সময় চট্টগ্রাম বন্দরের গৃহীত পদক্ষেপ, বন্দরের সক্ষমতা, বন্দরের সীমাবদ্ধতা, চবক এর কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য/সংবাদ নিয়মিতভাবে সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রে সরবরাহ করা যায়। এতে চট্টগ্রাম বন্দর বিষয়ে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত/প্রচারিত নেতিবাচক সংবাদের প্রভাব কাটিয়ে উঠা সহজ হবে।	চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সম্প্রচারের জন্য বাংলাদেশ টেলিভিশন, চট্টগ্রাম কেন্দ্রে সরবরাহ করা হোক।	সদস্য (এএন্ডপি), চবক। উপ-সংরক্ষক, চবক। পরিচালক (পরিবহন), চবক। সচিব, চবক।
৬.	**চবক এর নিয়োগ ও অন্যান্য কার্যক্রম-** চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়ে ৭১৩ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন পদে চবক তে চাকুরীর নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে এবং ৫৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে আরো কয়েকটি পদে (পিও/সহ-সচিব, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ইক্যুইপমেন্ট, রেডিও অপারেটর, ইডি লাইসেন্স, এসএসআরএস খালাসী, কম্পিউটার অপারেটর, লস্কর	দ্রুততার সাথে নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক (প্রশাসন), চবক।

	এবং স্টোর কিপার) পরীক্ষা কার্যক্রম শেষ হয়েছে, নিয়োগ কমিটির সুপারিশ এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সহসা নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। বর্তমানে প্রভাষক, মেডিকেল অফিসার, প্রকৌশলী সহ ১০ ক্যাটগরীর ১ম শ্রেণীর পদে নিয়োগের নিমিত্তে সহসা পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া ইসিএম চালক ও জুনিয়র অপারেট পদে লোক নিয়োগের জন্য নতুন বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে/হচ্ছে। চলতি বছরে জুন পর্যন্ত চবক এর মোট ১৪৮ জন কর্মচারীকে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট গ্রহণের অনাপত্তি দেয়া হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে ১৫১ জন কর্মচারীকে চিকিৎসা/ব্যক্তিগত কাজে বিদেশ গমনের জন্য জি.ও দেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন আদালতে চবক এর মোট ৩২৫টি মামলা চলমান আছে। চবক কর্মচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ৪১ জন পোষ্য-কে উচ্চ শিক্ষার উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ১০ জন কর্মচারীকে জরুরী চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে বাহিরের ০৫টি প্রতিষ্ঠানকে চবক এর আওতাধীন অডিটোরিয়াম/স্টেডিয়াম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।		
৭.	চবক এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কর্মকর্তাদের উপস্থিতি- চবক এ বিভিন্ন জাতীয় দিবস যেমনঃ ২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অত্যন্ত জাঁকজমক পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান, চবক প্রধান অতিথি হিসেবে এবং সদস্যবৃন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। এ সকল অনুষ্ঠানে চবক এর সকল বিভাগীয় প্রধান ও কর্মকর্তাবৃন্দ কে আমন্ত্রণ জানানো হলেও অনেকেই যথাসময়ে অনুষ্ঠানে স্থলে উপস্থিত হন না। এতে অনুষ্ঠানগুলোর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়।	চবক কর্তৃক আয়োজিত সকল জাতীয়/রাষ্ট্রীয় দিবসের অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বন্দরের সকল ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তার যথাসময়ে উপস্থিতির বিষয়টি সকল বিভাগীয় প্রধান/উপ-বিভাগীয় প্রধান/শাখা প্রধান নিশ্চিত করবেন।	সকল বিভাগীয় প্রধান/ উপ-বিভাগীয় প্রধান/শাখা প্রধান, চবক।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
চেয়ারম্যান
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
তারিখঃ ০৭ অক্টোবর ২০১৯খ্রি.।

নথি নং-১৮.০০.০০০০.১৮১.০৬.০১৮.১৯/৭৩৭

বিতরণঃ সদয় অবগতি ও কার্যার্থে।

১. সকল সদস্য, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
২. সকল বিভাগীয় প্রধান/উপ-বিভাগীয় প্রধান/শাখা প্রধান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
৩. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
৪. সকল প্রকল্প পরিচালক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ;
৫. সিস্টেমস এনালিস্ট, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ; [চবক এর ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো]।
৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ (সিবিএ);
৭. চেয়ারম্যান, চবক মহোদয়ের একান্ত সহকারী, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
৮. গার্ড ফাইল, অফিস কপি।

৭/১০/১৯

পরিচালক (প্রশাসন)
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ